বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

খাজা গোলাম রব্বানীর (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আল্লার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ ॥ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২১ ॥ ১০ সফর ১৪৩৬ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ৯

হাদিয়া : ১০ টাকা

শানে রেসালাত ও বেলায়েতের কিছু প্রমাণ

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

আবদুল ইবন ইউসুফ (রা.) আম্মাজান আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত- হারিস ইবন হিমাশ (রা.), রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার নিকট অহি কীভাবে আসে? রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কখনো তা ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট আসে। আর এটাই আমার নিকট সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফেরেশতা যা বলেন, আমি তা মুখস্থ করে নেই। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে ফেলি।

আম্মাজান আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে অহি আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরুপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন, তা একেবারে ভোরের আলোর মতো প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে পড়ে নির্জনতা এবং তিনি 'হেরা গুহায়' নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া এইভাবে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তারপর মা খাদিজাতুল কোবরা (রা.)-এর ২-এর পাতায় দেখুন

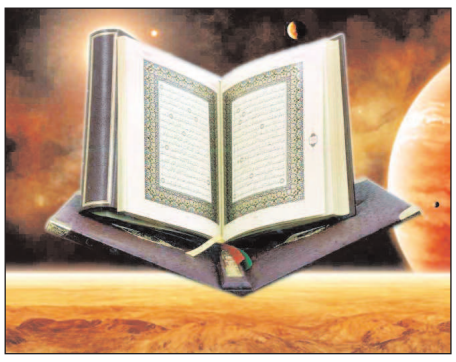

আল্লাহর লীলাখেলা

আবদুল খালেক সিদ্দিকী

ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহ্‌মানু! ইয়া রাহিম! ইয়া রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন!

আল্লাহ্‌র হাবিব, রাহমাতাল্লিল আলামীন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহাম্মদ মুজ্‌তবা (সঃ)কে তাঁর সাহাবিগণ তাজিম করতেন। সেই শিক্ষা অনুযায়ি আমার মুর্শিদক্বেবলা খাজাবাবা আবু কাশেম চিশতি, নিজামী- গোল্ডবী, পীরবাবা বাঙ্গালী এবং আমার মুর্শিদুল-আলা, দয়াল খাজাবাবা হযরত জাকির শাহ্‌ নকশবন্দি মুজাদ্দেদী কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের কদম মুবারকে তাজিমে লক্ষ কোটি চুম্বন পেশ করছি। বাবাজান, আপনি দয়া করে কবুল করুন এ অধম নালায়েক রুহানী সন্তানকে এবং কিছু লেখার মদদ দান করুন। আমীন।

মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন, সর্বশক্তিমান, একক সত্তায় অনাদিকাল বিরাজমান ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তিনি একাকিত্ব অনুভব করলেন। আকুল হয়ে প্রেমখেলার সঙ্গী সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করলেন। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাঁর নূরের হৃদপিণ্ড থেকে টুকরা নিয়ে তাঁর খায়েশের আবেগময় সুরত আকৃতিতে নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করলেন। নিজের প্রেমখেলার বাগানে গোপনে তাজিমে হেফাজত করলেন।

একসময় নূরে মুহাম্মদী থেকে নূরের ছোঁয়া নিয়ে সৃষ্টি করলেন ফেরেশতাকুল, জ্বীন জাতিসহ সারা মাখলুকাত- কুলকায়নাত। এবার আরশে আজীমকে শ্রেষ্ঠতম মঞ্চ সাজিয়ে মালিকানার নামফলক টাঙিয়ে দিলেন 'লা ইলাহা ই'ল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)।' শুরু হবে খেলা, আসর প্রস্তুত। আসরের খেদমতে জ্বীন, ফেরেশতা ৩-এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব জাকের ইজ্‌তেমার গুরুত্ব

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ইজতেমার আভিধানিক অর্থ- জমায়েত হওয়া, একত্রিত হওয়া বা সমবেত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। ইংরেজিতে ইজতেমাকে গ্রেট কনফারেন্স, কনগ্রেগেশন, স্প্রিচুয়াল মিটিং, সেইন্ট অর্গানাইজিং, হায়ার ডিসিপ্লিনিং ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। যে ইজতেমায় দেশ-জাতি দলমত গরিব-ধনী নির্বিশেষ সব শ্রেণির জিকিরকারী মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বিশ্ব জাকের ইজতেমা বলে।

বিশ্ব জাকের ইজতেমার শিক্ষা হলো আত্মশুদ্ধি লাভ করা। সকল জাতি-ধর্মের জন্য তথা বিশ্বশান্তির জন্য ইলমে তাসাউফের আলোকে বিশ্বমানবতার কল্যাণে বিশ্বজাকের ইজতেমা। এখানে সবার জন্য আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়, আত্মিক উন্নতি ঘটানো হয়। এখানে মানুষের আত্মার রোগের চিকিৎসা করা হয়। মানুষের ভিতরের আত্ম-অহংকার, কুরিপু, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, অলসতা, অভদ্রতা, মূর্খতা ও হুজ্জুতি গোঁড়ামি ইত্যাদিকে মহাস্রষ্টার নামে জিকির ও সাধনার মাধ্যমে পরিবর্তন করে, পর্যায়ক্রমে আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে ন্যায়নিষ্ঠা, বিনয়, ভদ্রতা অর্জনের পথ দেখানো হয়। মানুষকে আদব-আজিজি, সভ্য, দানশীল, কর্মঠ, জ্ঞানী ও আমলধারী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হয়। নিয়মিত সাধনার ফলে মানুষের আত্মা একটি বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয়। ফলে নিজে শান্তিপ্রিয় হয়ে যায় ও অপরকে শান্তিপ্রিয় বানাতে চায় এবং পরম শান্তি লাভ করে। সৃষ্টির শুরু থেকে এ শান্তি লাভের জন্য ইসলাম ধর্মে 'আধ্যাত্মিক সাধনার কথা' বলা হয়েছে। ধর্মের সাধকরাই মহাস্রষ্টার সান্নিধ্য লাভে সচেষ্ট হয়েছেন। মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে লাভের এই শিক্ষাই বিশ্ব জাকের ইজতেমার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

হে মানবসম্প্রদায়!

রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য তরিকা, আহলে বাইয়াত ও পাক পাঞ্জাতনের ধারা জিন্দা ও তাজা করার লক্ষে জানে-মালে খেদমতে এগিয়ে আসুন।

মহাপবিত্র ওরছ শরীফের তাৎপর্য

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদিকী ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ জুতারিখী ওফাতকো হুয়া কারতিহে'

অর্থ : ওরছ বুযুর্গানে দ্বীন, অর্থাৎ পীর-মুর্শিদগণের সালানা ফাতেহার অনুষ্ঠান, যে তারিখে তারা ইন্তেকালপ্রাপ্ত হন।

উর্দু-ফার্সি অভিধান 'ফিরোজুল্লুগাতে' ওরছ শব্দের হাকিকী ও মাজাজী অর্থের বর্ণনায় লেখা হয়েছে :

'ওরছ বুযুর্গ ইয়া মুর্শিদিকী ছালানা ফাতেহাকী মজলিশ জুতারিখী ওফাতকো ছাদিকী দাওয়াত ত্বয়ামে ওলীমা জামে আরসু' ('ফিরোজুল্লুগাত')

অর্থাৎ, ওরছ-অর্থ : (১) কোন বুযুর্গ অথবা পীর-মুর্শিদের ইন্তেকালে সালানার তারিখ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ফাতেহাখানির অনুষ্ঠান। (২) বিবাহের দাওয়াত, ওলিমার খানা, বহুবচন আ'রুসু।

Anniversary in memory of a saint.

অর্থাৎ, কোন সুফি-সাধকের ইন্তেকাল বার্ষিকীর স্মরণে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ওরছ বলে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' ওরছ শব্দের নিম্নোক্ত অর্থ লেখা আছে– অলি-দরবেশদের বেছালাতে তাঁদের সমাধিস্থলে পবিত্র অনুষ্ঠান বিশেষ।

'নাম কানাউমাতিল উরুসিল্লাতি লা-ইউকিজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি'

অর্থাৎ (কবরে নেক্কার ছালেহীন ব্যক্তিকে বলা হয়) তুমি এখানে বাসরঘরের দুলহার মতো পরমানন্দে ঘুমাতে থাক, যার ঘুম তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত অন্য আর কেউ ভাঙতে পারে না। (তিরমিজী শরীফ ও মেশকাত শরীফ– ১ম খণ্ড ৯৭ পৃঃ দ্রঃ), ইশবাতি আযাবুল কবর অধ্যায়।

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

ওই হাদিস শরীফের মিছদাক হিসাবে ওরছ শব্দকে মানবকূলে শরয়ী বলে গ্রহণ করা যায়। হাদিস শরীফে উল্লেখিত এই ওরছ শব্দের গুরুত্ব ও তাৎপর্য গ্রহণ করেই সুফিগণ আল্লাহর অলিগণের ইন্তেকাল দিবসকে ইয়াউমুল ওরছ বা ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন। কারণ ইন্তেকালের এই দিনে মিলনাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর অলিগণ মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর একান্ত দীদার লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত মিলনের পরমানন্দে বিভোর হয়ে যান। হাদিস শরীফে আল্লাহর অলিগণের পরম সুখকর এই আত্মিক অবস্থাকে আপেক্ষিক অর্থে ২-এর পাতায় দেখুন

২০১৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত মহা পবিত্র ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমার একাংশ

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র বার্ষিক ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা আসন্ন প্রায়। আগামী ২২ ও ২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় এই বিশাল দ্বীনি জলসার প্রস্তুতিতে ৩৪ ইন্দিরা রোড ফার্মগেটে দরবার শরীফের সদর দপ্তর এখন মুখর। সারাদেশের জাকের ভাই-বোনেরাও এই মহাপবিত্র আয়োজন সফল করতে নিজ নিজ এলাকায় কাজ করে চলেছেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার যে জনসমাগম হবে আরও অনেক বেশি, সে সত্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে জন্য প্রস্তুতিও চাই সর্বাত্মক। লাখ লাখ মানুষের সুশৃঙ্খলভাবে তবারক বিতরণ, তাদের যাতায়াত, থাকার ব্যবস্থা এবং ইজতেমার মাঠ সাজানো প্যান্ডেল, তোরণ এবং ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। এর সঙ্গে কুতুববাগ দরবারের আশেক-জাকেরদের আন্তরিকতা, জানে-মালে সেবায় গভীরভাবে জড়িত। আমাদের মহান মুর্শিদ ক্বেবলা খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান ইতিমধ্যেই সারা দেশ এবং রাজধানীজুড়ে একের পর এক মাহফিলের মধ্য দিয়ে দাওয়াত কার্যক্রমে বিরামহীন নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকেও আশেক-জাকের তথা আল্লাহর জিকিরকারীগণ আসবেন। সেজন্যও চাই নিবিড় প্রস্তুতি। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থবল, জনবল আর শৃঙ্খলা। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে জাকের ভাই-বোনেরা সাধ্যমতো সেবা আর শ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে, গুরু, ছাগল, উট, ভেড়া, মহিষ, চাল, ডাল, আলু, তেল ও মশলাসহ লাখ লাখ মানুষের তবারক তৈরির উপকরণ সরবরাহে কখনো কার্পণ্য করেননি, এবারও করবেন না। অলি আল্লাহদের আত্মার এই মহামিলনে যোগ দিয়ে সবাই নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলবেন এই আমাদের প্রত্যাশা।

বিজ্ঞাপন ও লেখা আহ্বান

সম্মানিত পাঠক, জাকের ভাই-বোনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায় আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন আহ্বান করা হল। সুলভ মূল্যে সম্পূর্ণ রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রচার লক্ষে আমরাও সামান্য ভূমিকা রাখতে চাই। এছাড়াও ইলমে তাসাউফ ও সুফিবাদ সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন ও মূল্যবান মতামত লিখে পাঠাতে পারেন নিম্ন ঠিকানায়।

যোগাযোগ
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ফোন : ৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd

মুর্শিদের দান মুরিদের মনের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমার দয়াল নবীর পবিত্র চেহারা মোবারক দেখতে পাই। কারণ, আমি আমার জীবনে আমার পিয়ারা নবীকে অনেক বার স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার পর, স্বপ্নে আমার পিয়ারা নবীর দীদার লাভ করি এবং দেখি, দয়াল নবীর হাসিমাখা পবিত্র মুখখানি। তিনি যেন বলছেন বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার কারণে দয়াল নবীজি অনেক খুশি হয়েছেন।

বাবাজানের দোয়ার বরকতে আমাদের তরিকার পীরানে পীরগণের দীদার ও দোয়া স্বপ্নের মাধ্যমে লাভ করি, প্রথমে দাদা হুজুরের দীদার ও দোয়া লাভ করি। তারপর হযরত এনায়েতপুরী (রহ.)-এর দীদার ও দোয়া লাভ করি। তারপর হযরত চন্দ্রপুরী (রহ.)-এর দীদার ও দোয়া লাভ করি। বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি ছয় মাস শেষ হয়েছে মাত্র। এই ছয় মাসে তিন বার স্বপ্নে নবীজির দীদার লাভে ধন্য হয়েছি। তিন বারই দয়াল নবীকে সন্তুষ্ট দেখেছি। সবই আমার মুর্শিদের দোয়া আর পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমত। এ সবই তোমার ইশারা। আমার মুর্শিদ মানুষ গড়ার মহান কারিগর। অমানুষকে মানুষ হবার পথ দেখান। গুনাহ-পাপের পথ থেকে সৎপথ দেখিয়ে শেওলাপড়া ময়লা' অন্তর এক আল্লাহ নামের জিকিরের মাধ্যমে চকচকে পরিস্কার করে তোলেন। কারণ, মহান আল্লাহ মানুষের ভিতর বাহির উভয় দিক পরিস্কার পবিত্র ভালোবাসেন। মানুষের অপবিত্র দিল পবিত্র করে, এক আল্লাহর ধ্যান ও রাসুলের সুন্নত অনুসারে দুনিয়াদারির লোভ-লালসা, হিংসা, অহংকার, জেনা, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চুরি-ডাকাতি, খুনখারাপি যত রকমের অন্যায় কাজ আছে, এসব থেকে মুরিদকে সংযত থাকার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভক্ত হৃদয়ে এমন এক রুহানি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন, যে মহব্বতের জন্য মুরিদ তার প্রেম ও ভালোবাসা, জানমাল সবকিছু মুর্শিদের কদমে সোপর্দ করে মুর্শিদের রঙে রঙ্গিন হয়ে যায়। অর্থাৎ সুন্দর ও সৎ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে সবার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে বাঁচা।

তাসাউফের উচ্চস্তরে পৌঁছতে হলে, তাসাউফের জনক রাসুলে করিম (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ি জাগতিক চিন্তা, ভালোবাসা বর্জন করে আল্লাহর দর্শন লাভে মগ্ন হতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে– 'তোমরা আল্লাহর রঙে রঙ্গিন হয়ে যাও।' এই মহান উক্তির প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহরতায়া'লার যে সব ঐশী গুণাবলি রয়েছে, সেই গুণাবলি নিজের মধ্যে অর্জন করা এবং আল্লাহতায়া'লার রঙে রঙ্গিন হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর রঙে রঙ্গিন হতে পারলেই, জৈবিক উপাদানে আবদ্ধ মানবাত্মা ঐশী সত্তায় পৌঁছতে পারে। পরিণত হতে পারে পরশমণিতে। এই অর্থেই আল্লাহতায়া'লা ঘোষণা করেছেন– ছিবগাতাল্লা-হি, ওয়ামান আহ্সানু মিনাল্লা-হি ছিবগাতাওঁ ওয়ানাহ্নু লাহূ আ-বিদূন। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর রঙ ধারণ করেছি, আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? আমরা তাঁরই উপাসক, (সূরা-বাক্বারাহ, আয়াত-১৩৮)। সুতরাং যিনি আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রান্বিত, আল্লাহর ঐশীগুণে গুণান্বিত, আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবিত তিনিই আল্লাহর বেলায়েতপ্রাপ্ত অলিআল্লাহ, সুফি-সাধক, পীর-মুর্শিদ। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে, আগে অবশ্যই মুর্শিদের নৈকট্য লাভ করতে হবে। মুর্শিদের নৈকট্য লাভের মধ্য দিয়েই মহান আল্লাহর দেখা পাওয়া যায়। যখন মুরিদের মধ্যে মুর্শিদের গুণাবলি অর্জিত হয়, মুরিদ তখনই মুর্শিদের রঙে রঙ্গিন হতে থাকে।

বাবাজানের দেয়া শিক্ষা ও ফয়েজের উছিলায় এখন আমার অন্তরে এক আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম ও রাসুলের মহব্বত সৃষ্টি হয়েছে। মনের ভিতর যত রকমের সংকীর্ণতা, মিথ্যা, হিংসা, অহংকার, পাপ, লোভ ও বেহায়াপনা সবকিছুই যেন তওবার কুয়াতের ফয়েজে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে আমার। কিন্তু এই যে পরিবর্তন কার উছিলায়? কে দেখালো আমাকে মুক্তির পথ? কে খুলে দিলো অন্তরের চোখ? কোথায় কুলব? কোথায় খোদা? কোন পথ ধরে গেলে মাশুকের দেখা মিলবে। কে দেখালো আমাকে সেই পথ?

দেখিয়েছেন যিনি আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হয়েছেন। আল্লাহর রৌশনে রৌশন হয়েছেন। আল্লাহর রৌশনই যাঁর মনের খোরাক, তিনি আমার মুর্শিদ আল্লাহর বেলায়াতপ্রাপ্ত হাদী। সুফিকুলের চাঁদ (সুফিয়ায়ে কামরুস), মোজাদ্দেদে জামান খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর।

বাবাজানের দোয়ার বরকতে আমার অন্তরে ফয়েজ প্রবেশ করেছে, আর তাই মনের কুড়েঁঘরে ঐশীচাঁদের আলোর বন্যা বয়ে চলছে। পরম করুণাময় আল্লাহরতায়া'লার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করি। দয়ালু মহান আল্লাহ আমাকে এতো বড় দয়া দান করেছেন। এতোদিন অনেক দু:খ-কষ্টের পরও আমার ভাগ্যে এতো বড় পুরস্কার। আমি যে এতো সৌভাগ্যবতি সেটা বাবাজানের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার পরই বুঝতে পেরেছি। বাইয়াত না হলে হয়তো কোনোদিন বুঝতে বা জানতেই পারতাম না। হে আল্লাহ আপনি আমাদের তরিকার সমস্ত জাকের ভাই ও বোনেদের তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ! আমরা যেন দয়াল মুর্শিদের পবিত্র কদমের ধুলোবালি হয়ে থাকতে পারি। মুর্শিদের রঙে রঙ্গিন হতে পারি এবং এক আল্লাহ হাজির-নাজির আছেন এই ধ্যানে ও ইবাদতে রাসুল (সঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করে ইহকাল ও পরকালের যাত্রায় সফল যাত্রী হতে পারি। আমিন।

শানে রেসালাত ও বেলায়েতের কিছু প্রমাণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর পবিত্র মক্কানগরী হেরাগুহায় (জাবালে নূর) মোরাকাবা করছেন। ছবিটি ২০১২ সালে পবিত্র হজ পালনের শেষে তোলা

কাছে ফিরে এসে আবার অনুরুপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনইভাবে হেরাগুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে অহি এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, পড়ুন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন– আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন– পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন– পড়ুন। আমি বললাম, আমি তো পড়তে জানি না। তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন– পড়ুন। আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়ুন, আপনার রব মহা মহিমান্বিত। ইক্বরা' বিসমি রাব্বিকাল লাযী খালাক্বাল ইনসা-না মিন 'আলাক্ব।' (সূরা আলাক্ব, আয়াত-১ ও ২)

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ফিরে এলেন। তিনি তখন তীব্র কম্পন অনুভব করছিলেন। তিনি আম্মাজান খাদিজাতুল কোবরা (রা.)-এর কাছে এসে বললেন– আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তখন তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হল। অবশেষে তাঁর কম্পন দূর হল। তিনি আম্মাজান খাদিজাতুল কোবরা (রা.)-এর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন– তিনি বললেন, আমার যেন কেমন লাগছে। খাদিজাতুল কোবরা (রা.) বললেন– আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন। অসহায়-দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেছেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেছেন, মেহমানদেরকে মেহমানদারী করেছেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেছেন।

এরপর তাঁকে নিয়ে মা খাদিজাতুল কোবরা (রা.) তাঁর চাচাতো বড় ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফিল ইবন আবদুল আসাদ ইবন আবদুল উযযার কাছে নিয়ে গেলেন। যিনি জাহিলি যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষা লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তওফিক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইন্জিল কিতাব থেকে অনুবাদ করতে পারতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মা খাদিজাতুল কোবরা (রা.) তাঁকে বললেন– হে চাচাতো বড় ভাই আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখ? তখন রাসুলুল্লাহ যা দেখলেন, সবই তাঁর কাছে খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন– তিনি সেই দূত যাঁকে আল্লাহ মুসা (আ.)-এর কাছে পাঠিয়েছেন। আফসোস, আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস, আফসোস আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে। তিনি বললেন– হ্যাঁ অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছিল, তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা (রা.) ইন্তেকাল করেন। আর অহি স্থগিত থাকে।

'ওয়ালা তাক্বুলূ লিমাই ইয়ুক্বতালূ ফী সাবীলিল্লাহি আম্ওয়া ত বাল্ আহ্ইয়া উওঁ-ওয়ালা কিল্লা তাশ্উরুন।' (সূরা : বাক্বারা, আয়াত- ১৫৪)

অর্থ : যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।

'ওয়ালা তাহ্সা বান্নালা লাযীনা কুতিলূ ফী সাবীলিল্লাহি আমওয়া তানবাল আহ্ইয়া উন ইন্দা রাব্বীহিম ইউর্যাকুন।' (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত-১৬৯)

অর্থ : যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।

'কুল্-লা আস্আলুকুম আলাইহি আজ্বরান ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কোরবা।' (সূরা : শূরা, আয়াত-২৩)

অর্থ : হে আমার মাহবুব আপনি বলে দিন রিসালাত পৌঁছে দেয়ার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। তোমরা শুধু আমার আহলে বাইতকে ভালোবাস।'

নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আমার আহলে বাইতের উদাহরণ হযরত নূহ্ (আ.)-এর কিস্তির মত, যারা এই কিস্তিতে উঠেছিল, তারাই নাযাত পেয়েছিল। (তিরমিজি, মুসলীম শরীফ)

'কুল ইন্কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লা-হা ফাত্তাবি উ-নী ইউহবিব্ কুমুল্লুল্লাহ্ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম, ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহীম।' (সূরা : আল-ইমরান, আয়াত-৩১)

অর্থ : হে প্রিয় হাবীব (সঃ) বলুন, তোমরা আল্লাহকে পেতে চাইলে আমাকে ভালোবাস, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ্। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও অতি দয়ালু।

"ওয়ামা আরসালনা মির রাসুলিন ইল্লা লিয়ুত্বা-আ বি-ইযনিল্লাহি ওয়া লাও আন্নাহুম ইযজালামু আন-ফুসাহুম জাউকা ফাসতাগফারুল্লাহা- ওয়াসতাগ্ফারা লা-হুমুর রাসুলু লাওয়াজাদুল্লাহা তাও-ওয়াবার রাহীমা' (সূরা : নিসা, আয়াত-৬৪)

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ, প্রিয় হাবীব রাসুল (সঃ) কে প্রেরণ করেছি এই জন্য যে, তোমরা তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। প্রিয় হাবীব (সঃ), তারা যদি তাদের অপরাধকৃত কর্মের জন্য আপনার কাছে এসে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং আপনি যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তাহলে আমি ক্ষমা করে দিই। আল্লাহ অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

"ওয়া-লাক্বাদ কাতাবনা-ফিযযাবূরি মীম বা' দিযযিকরি আন্নাল আরদ্বা-ইয়ারিসূহা-ইবা-দিয়াস-ছলীহুন।'

(সূরা : আমবিয়া, আয়াত-১০৫)

অর্থ : প্রিয় হাবীব (সঃ) নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আপনার মহব্বতে আমার মাহবুব আমার বন্ধু অলি-আউলিয়াদের পৃথিবীর স্বত্তাধিকারী করে, তা আমার লওহে মাহফুজে লিখে রেখেছি।

মহাপবিত্র ওরছ শরীফের তাৎপর্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাসরঘরের দুলহার সঙ্গে পরম প্রশান্তিময় সুখনিদ্রার তুলনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, যে সুখনিদ্রা হতে তাকে শুধু তার প্রিয়তমই জাগাতে পারে, অন্য কেউ নয়। এখানে সুখনিদ্রা বোঝাতে পবিত্র আত্মাসমূহের পারলৌকিক চির পরিতৃপ্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে, যা ভঙ্গ করার অধিকার অন্য কারো নাই।

সুবিখ্যাত 'জা'আল হক' কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড ১৪৪ পৃষ্ঠায় ওরছ শব্দের উৎপত্তি এই মানকূলে শরয়ীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন- উ-রুছের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শাদী। এ জন্যই বর-কনেকে আরবি ভাষায় ওরছ বলা হয়। বুযুর্গানে দ্বীনের ইন্তেকাল দিবসকে এজন্যই ওরছ বলা হয় যে, মিশকাত শরীফে 'ইশবাতি আযাবুল কবরী' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যখন মুনকার-নাকির মাইয়্যাতের পরীক্ষা নেয় এবং যখন সে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়, তখন তাকে বলেন– 'নাম কানাউমাতিল উরুসিল্লাতি লা-ইউকিজুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি এলাইহি।' আপনি সেই কনের মত শুয়ে পড়ুন, যাকে তার প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না।

তাই মুনকার-নাকির ফিরিশতাদ্বয় যেহেতু ঐ দিনকে উ-রুস বলেন, সেহেতু ওরছ বলা হয়। অথবা এজন্য যে, ঐ দিন জামালে মুস্তফা (স.) কে দেখার দিন। মুনকার-নাকির হুযুর (স.) কে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, ওনার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা? তিনিই তো সৃষ্টি জগতের দুলহা, সারাজগৎ তারই স্পর্শের প্রতিফলন। মহান আল্লাহতায়া'লার সেই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন নিশ্চয়ই ওরছের দিন। এজন্য এই দিনকে ওরছ বলা হয়। (আস্তা মাআ'মান আহব্বাবতা।) অর্থাৎ, তুমি যাহাকে ভালোবাস আখিরাতে তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে। হাদিস শরীফের এই সূত্র অনুযায়ী আল্লাহর অলিগণ যখন নশ্বর ভুবন ছেড়ে অবিনশ্বর ভুবনে গমন করেন, তখন তা মাহবুবে হাকিকী অর্থাৎ, প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে চিরায়ত মিলনকক্ষে মিলিত হন। হাদিস শরীফে প্রেমাস্পদের দিকে প্রেমিকের এই মিলনমুখী অভিযাত্রার বিষয় বলা হয়েছে। 'মৃত্যু সেতুতুল্য, বন্ধুকে বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া দেয়"। (মকতুবাত শরীফ, ১ম খণ্ড, ১ম পৃষ্ঠা দ্রঃ)।

উল্লিখিত হাদিসসমূহে এবং আয়াতি কারিমায় আল্লাহর অলিদের ইন্তেকালের দিনকে পরম বন্ধুর সঙ্গে তাদের মিলনের দিন বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, তাদের জন্য ইন্তেকালের দিনটি হয় পরম সান্ত্বনার, পরম তৃপ্তির এবং পরম সুখের।

মেছবাহুল লোগাতে 'ওরছ শব্দের হাকিকী অর্থকে আনন্দে বা খুশিতে আল্লাহতায়া'লার সঙ্গে মহামিলন বলা হয়েছে। সুতরাং আউলিয়া-কেরামের ইন্তেকালের দিনকে 'ইয়াউমুল ওরছ' বা 'ওরছ শরীফ' নামকরণ করার সঙ্গে পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং আভিধানিক (হাকিকী ও মাজাজী) অর্থের কোথাও কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ নাই।

'ওরছ শরীফ' নামকরণের হাদিসানুগ অন্য একটি ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আউলিয়া কেরামের আরওয়াহপাকের হুজুরে ছোওয়াব রেছানী বা ফাতেহাখানির অনুষ্ঠানকে এজন্যই সুফিগণ ওরছ শরীফ নামকরণ করেছেন যে, বিভিন্ন হাদিস শরীফের বর্ণনায় ইছালে ছওয়াব বা ছওয়াব রেছানীর অনুষ্ঠানকে আত্মার জন্য পরম খুশির বা আনন্দদায়ক বলা হয়েছে। যেমন, হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে: আত্মীয়ের নিকট হইতে উপহার স্বরুপ কোন দান বা দোয়া যখন কোন ইন্তেকালপ্রাপ্ত ব্যক্তির রুহে পৌঁছে, তখন সে এরুপ আনন্দিত হয় যেমন জীবিত ব্যক্তি উপহার পেয়ে আনন্দিত হয়ে থাকে। (এহ্য়া উল উলুম দ্রষ্টব্য)। বায়হাকী শরীফে বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদিসে বলা হয়েছে– 'নাম কানাউমাতিল উরসীললাতি লা-ইউক্বিজাহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহি ইলাইহি।' অর্থাৎ- 'অতপর কবরবাসী ব্যক্তি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি অথবা বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে দোয়া কামনা করে। তদাবস্থায় যদি কেহ তার জন্য দোয়া করে, তবে সে এত অধিক খুশি হয় যে, জীবিতাবস্থায় সমস্ত দুনিয়া উপহার হিসাবে পাইলেও সে এতো খুশি হইত না।

যেহেতু ওরছ শব্দের আভিধানিক এক অর্থ খুশি বা আনন্দ, (মেছবাহুল লোগাত দ্রষ্টব্য) সেহেতু আত্মার জন্য আনন্দদায়ক ছোয়াব-রেছানীর এই অনুষ্ঠানকে 'ওরছ' নামকরণ করার মধ্যে কোন ভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্য নাই। আমরা আহলে সুন্নাত যখন আল্লাহর অলির নামে ওরছ অনুষ্ঠান করে থাকি, তখন আল্লাহর অলিরা ছোয়াব-নজর পেয়ে খুবই খুশি হন এবং দোয়া করে থাকেন। এই আত্মিক খুশি বা সন্তুষ্টির কারণে, আহলে সুন্নাত এই মহান ছোয়াব-রেছানীর অনুষ্ঠানের নাম ওরছ রেখেছেন। ওরছ আহলে সুন্নাতের এছ্তেলাহ্ বা খাস ভাষা।

মুর্শিদের দরবার প্রেমের এক মহাসমুদ্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

বস্ত্র দেয়া, শরিয়তের সমস্ত আদেশ নিষেধ পালনের মধ্য দিয়ে ধ্যান-মোরাকাবায় আল্লাহর জিকির অন্তরে জারি করা, এভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে হুজুরি দিলে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে তাঁর কুদরতি কদমে সেজদার মাধ্যমে নামাজ আদায় করাই হলো এই তরিকার মূল শিক্ষা। এসব শিক্ষা একজন কামেল পীর-মুর্শিদের নিবিড় সান্নিধ্যেই অর্জন করা সম্ভব।

কুতুববাগ দরবার শরীফের মহান মুর্শিদ আধ্যাত্মিক মহাসাধক শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুরের কদমে আছি গত প্রায় এক যুগের অধিক কাল। তাঁকে দেখলে অন্তরে এমন অনুভূতি জাগে, যেন আল্লাহর রাসুলকেই দেখছি। আল্লাহপ্রেম জেগে ওঠে মনে। রাসুলে করিম (সঃ) যে সব গুণাবলি অর্জন করেছিলেন, সেইসব গুণ তাঁর জীবনেও দৃশ্যমান। আমি আমার এই জীবনে কত মানুষের কাছে গেছি কিন্তু খাজাবাবা কুতুববাগীর মতো এমন অমায়িক, এমন বিনম্র, এমন স্নিগ্ধ এবং এমন দয়ালু মানবপ্রেমিক আর কাউকে দেখিনি। তার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ। এক পত্রিকার সম্পাদক একবার দরবার শরীফে এসেছিলেন মুর্শিদ কেবলার সম্পর্কে খোঁজ দিতে। আসলে এসেছিলেন নিন্দুকদের নানা সমালোচনা শুনেই হয়ত। প্রেস ইন্সটিটিউটে আমি সাব এডিটরদের প্রশিক্ষণ ক্লাস নিই মাঝে মাঝে। পরে তার কাছ থেকেই জেনেছি ওই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকও নাকি আমার ক্লাসে একাধিকবার ছিলেন। যা-ই হোক, খাজাবাবার সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। দরবার শরীফ ঘুরে দেখলেন সব কিছু। তারপর তিনি এমন এক লেখা লিখলেন খাজাবাবার ছবি মোবারকসহ যা গভীর প্রেম ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। তার লেখার শিরোনাম ছিল 'খাজাবাবা কুতুববাগীর সোহবত মুগ্ধ করেছে,'। কুতুববাগ দরবার শরীফে বাবার সান্নিধ্যে যারাই এসেছেন, তারাই মুগ্ধ হয়েছেন। তাদের অনেকের জীবনধারাই পাল্টে গেছে। তারা প্রকৃত মানবপ্রেমিক শুদ্ধ মানুষ হয়ে গেছেন। এমন কি যারা দূর থেকে মিথ্যা রটনা আর অপপ্রচার শুনে সন্ধিহান ছিলেন, তারাও মুর্শিদ কেবলার সান্নিধ্যে এসে ভ্রান্ত ধারণা থেকে শুধু মুক্তই হননি, বাইয়াত গ্রহণ করে নতুন জীবনও লাভ করেছেন। আমি একবার দরবারে আসা কিছু মানুষ সম্পর্কে আমার দয়াল মুর্শিদের কাছে সবিনয়ে জানতে চেয়েছিলাম, বাবা এরা এত এলেমদার মানুষ অথচ শরিয়তের অনেক কিছু লংঘন করছে, যথা সময়ে নামাজ আদায় করছে না, অসত্য বলছে, অশালীন শব্দ উচ্চারণ করছে। বাবা এমন হয় কেন? আমার দরদী মুর্শিদ কেবলাজান সামান্যও বিরক্ত না হয়ে বললেন, বাবা আমি নদী। নদীতে সব কিছু আসে। ময়লা আবর্জনা, মাছের সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গর-কুমির পর্যন্ত আসে স্রোতে ভেসে, আবার চলেও যায়। তাতে নদীর পানি নষ্ট হয় না। কারণ, নদীর যোগ স্রোত সাগরের সঙ্গে। আর সব মানুষ তো বাবা হেদায়েতপ্রাপ্তও হয় না। তারা অন্তরে সত্য সুন্দরের প্রেমময় শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে পারে না।

বাবার কথা শুনে মুহূর্তের আমার ধারণা স্পষ্ট হলো। কত বেনামাজি নামাজি হয়ে যেতে দেখলাম, নিষ্ঠুরকে দেখলাম দয়ালু হতে, মিথ্যা বলতো যে ব্যাক্তি, তাকে সত্যবাদী হয়ে যেতে দেখলাম। তা হলে কিছু মানুষ সৎপথে যদি তরিকা-মাফিক না চলে, তাতে হতাশ হবো কেন। দামি চালের মধ্যেওতো খুদ বালিকণা থাকে। থাকতেই পারে। আর একটা সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি বাবার সান্নিধ্যে এসে, তা হলো তিনি সত্যিকার অর্থেই রাসুলের সমস্ত গুণাবলি তার ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণ করেন। নবীজির কাছে যেমন সব ধর্ম সব মতের মানুষ আসতেন এবং তিনি তাদের সাদরে গ্রহণ করতেন, ঠিক তেমনই খাজাবাবা কুতুববাগীও তার দরবারে সবাইকে সাদরে গ্রহণ করেন। এমনকি যারা তরিকাপন্থী নন, ক্ষেত্র বিশেষে এমনও দেখা গেছে, যে কেউ কোনও কুমতলব নিয়ে এসেছে, খাজাবাবা তাকেও সমান আদর যত্ন করেছেন। দরবারে নতুর কেউ এলে প্রথমেই তিনি জানতে চান, খেয়েছেন কিনা । আগে কিছু খেতে দিতে খাদেমদেরকে নির্দেশ দেন। যে কোনও মানুষের দু:খকষ্ট অভিযোগ তিনি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এ এক অসীম ধৈর্য্যের ব্যাপার। প্রতিদিন শত শত মানুষ আসছেন। সবার নালিশ শুনতে হচ্ছে। কখনো কখনো রাত ১টাও পার হয়ে যেতে দেখেছি। যেমন গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আমরা একটার পরে বাবার কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলাম। হাসিমুখে সবার সব রকম অভিযোগ শুনে একটা সমাধান বাত্‌লে দেওয়া সহজ কথা নয়। গভীর জ্ঞানেরও প্রয়োজন। এই জ্ঞান ঐশ্বরিক আলোকিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নয়।

এ প্রসঙ্গেই একটা ঘটনার উল্লেখ করি। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কথা। খাজাবাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত জেনারেল (অব:) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেব। বাবা আর তিনি কথা বলছিলেন। সে সময় আমি গেলে মুর্শিদ কেবলা আমাকে ডাকলেন এবং সেখানে বসতে বললেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি অনেক বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, আমি দুনিয়ার বহুদেশ ঘুরেছি, বহু পীর মুর্শিদের দরবারে গেছি, কিন্তু হুজুরের মতো এত জ্ঞানী মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি। তিনি আরও বললেন, জানো নাসির অনেকের কার্যকলাপ দেখে পীর-মুর্শিদের ওপর থেকে আমার আস্থাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুতুববাগী হুজুর আমার হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহর খাঁটি অলি সবাই নন কেউ কেউ।

তিনি যথার্থই বলেছেন, অনেক নাকেচ পীরের কারণে পীর-মুর্শিদ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। ইসলামের নামে অনেক সময় তারা এবং তাদের অনুসারিরা কখনো কখনো নিষ্ঠুরতারও আশ্রয় নেয়। বিভেদ সৃষ্টি করে ধর্মীয় কাজে পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অথচ খাজাবাবা কুতুববাগী বলেন, বাবা মানুষকে ভালোবাসাও এবাদত। কেননা ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে শরিয়ত ঠিক রেখে তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের শিক্ষা গ্রহণের জন্যই সবাইকে আমি আহ্বান করি। এখানে দলমত নির্বিশেষে সবাই আসবেন। অথচ খাজাবাবার এই শিক্ষা থেকে বহু দূরে অনেক 'পীর' অনেক ফাসেক আছে যারা পীর পরিচয় দেয়। অথচ নামাজ রোজাসহ ছোট বড় অনেক শরিয়ত তারা লংঘন করে। তাদের অনুসারীরাও তা করে। পীরকে সেজদা দেয় তারা। অনেকেই কট্টরভাবে দলীয় রাজনীতি করে। মারামারি হাঙ্গামা সমর্থ করে। রাস্তায় মিছিল করে। জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডও করে। কুতুববাগ দরবার এর ব্যতিক্রম। এখানে কোনো দলীয় রাজনীতি নেই। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ অনেক দলের নেতারা দোয়া নিতে আসেন। খাজাবাবা বলেন, বাবা কুতুববাগ হচ্ছে সমুদ্রের মতো এখানে মানব প্রেমের শিক্ষা নিতে সবাই আসবেন।

লেখক : কবি, কলামিস্ট ও সাংবাদিক
খাদেম, কুতুববাগ দরবার শরীফ

আল্লাহর লীলাখেলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রস্তুত। পুরস্কারের জন্য বেহেশত আর তিরস্কারের জন্য দোজখও প্রস্তুত। আল্লাহু আকবর এবার খেলোয়াড় সৃষ্টি করার জন্য পরমর্শ সভা ডাকলেন। হাজির হলেন ফেরেশতাকুল, আর অদৃশ্যে থাকলেন সংবিধান-ধারক-পর্যবেক্ষক। আল্লাহ্ প্রস্তাব করলেন, 'ইন্নি জা' ইলুন ফিল আরদি খালিফা- (জমিনে তথা পৃথিবীতে আমার খলিফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করে প্রেরণ করতে চাই।) মৃদুগুঞ্জরণে ফেরেশতাদের প্রতিবাদের ঢেউ উঠলো। আল্লাহ্‌তায়া'লা ফেরেশতাদের শাসালেন, 'ইন্নি আ'লামু মা-লা তা'লামুন- (আমি যাহা জানি তোমরা তা জান না)।' আল্লাহ্‌তায়া'লা কৌশল করলেন, 'ওয়া আল্লামা আদামাল আসমাআ কুল্লাহা– (আদম (আঃ)কে সর্ববিদ্য -দিব্যজ্ঞান দান করলেন।) এবার ফেরেশতাদের আদেশ করলেন– 'আমবিয়ূনী বিআসমায়ী, হাউলা-য়ি ইন্ কুন্‌তুম সাদিক্বীন।' এগুলোর নাম বল, তোমাদের জ্ঞানের বড়াই দেখাও)।' ফেরেশতাগণের কাতরস্বরে জবাব, 'লা-ইল্‌মালানা ইল্লা মা আল্লাম্‌তান। (আল্লাহ্ গো, মাওলা গো, তুমি আমাদেরকে কর্মক্ষেত্রে যা' কিছু শিক্ষা দিয়েছ– তার বেশি কিছুই আমরা জানি না)।' আল্লাহ তা'লার নির্দেশে হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে সবকিছুই শিখিয়ে দিলেন। তিনি ফেরেশতাকুল ও জ্বীন জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন।

হযরত আদম (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব পেলেন কোন বিদ্যায়! শ্রেণিকক্ষে লেখাপড়া করে! না-কি যে নামগুলো ফেরেশতাগণকে শিখালেন, সেগুলোর কাছে গিয়ে দেখে দেখে শিখে! না-কি আল্লাহ্ সোবহানাহু'তায়ালা হযরত আদম আলাইহিসসাল্লামের ক্বলবে তাঁর কুদরতি শাহাদৎ অঙ্গুলি স্পর্শ করে সর্ববিদ্যা-দিব্যজ্ঞান ঢুকিয়ে দিলেন! মানব জাতির অসীম বিদ্যা-দিব্যজ্ঞান এখানেই শুরু। আল্লাহ্ তাঁর হাবীব আর মনোনীত বা ক্ষমতাপ্রাপ্তগণের শাহাদাৎ অঙ্গুলির চাবির সাহায্যে ক্বলবের দরজার তালা খুলে দিয়ে, যে দিব্যজ্ঞান অর্জিত হয়, তা-ই এলমে তাসাউফ। এটাই মূল বিদ্যা বা আসল বিদ্যা, যা' ছাড়া রাসুল (সঃ)-এর সাক্ষাৎ পাওয়ার উপায় নাই। আর রাসুল (সঃ)-কে না পেলে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার কোন উপায় নাই। আল্লাহ ও রাসুল না পেলে বেহেশত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। 'ইক্‌রা, বি-ইস্‌মি রাব্বিকাল্লাজি খালাক্, (পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।) এটি বাহ্যিক বা জাগতিক জ্ঞান শিক্ষার প্রথম সবক, যা চোখে দেখে দেখে, কানে শুনে শুনে, বই-কিতাব পড়ে পড়ে, কলমে লিখে শেখাতে হয়-শিখতে হয়। যেটুকু দেখা যায় যা কিছু শুনা যায়, সেটুকুই শুধু শেখা যায়। আল্লাহ্‌তায়া'লা জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদেরকে তাজিম বা সম্মান করার শিক্ষা দেয়ার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন– 'ওয়া এজ ক্বলনা লিল মালাইকাতিস্‌ জুদু লি আদামাড় (আদমকে সিজদা কর।) 'ফাসাজাদু-ইল্লা ইবলিস' (সবাই সিজদা করল, ইবলিস করল না।) 'আবা ওয়াসতাকবারা ওয়া কানা মিনাল কাফিরীন– (অস্বীকার করল- অহংকার করল এবং কাফের হয়ে গেল।) এখান থেকেই শুরু বেহেশত ও দোজখের বাসিন্দাদের গোত্রক্রম বা পৃথক গোত্র।

মহান আল্লাহ্ তাঁর মাশুক নূরে মুহাম্মদীকে বৃহত্তম আসরে সায়ের করতে পাঠাবেন। তার প্রস্তুতির শেষ পর্বটি ছিল– 'খালাকাল্লাহু আদামা আলা সুরাতিহী, (আল্লাহর কুদ্‌রতি নিজ সুরতে হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা।) আদমরূপী দেহতেই আপন মাশুককে অবস্থান করাবেন; তাই আদম (আঃ) কে সুরক্ষিত অপার-অনন্ত শান্তিময় বেহেশতে অবস্থান করালেন। ফেরেশতাকুলের মধ্যে মকরম তথা ইবলিশ সবচেয়ে বেশি এবাদতকারী- সিজদাকারী। কিন্তু লানত পাওয়ার পর, তার এবাদতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে দাবী করলো; কুল কায়ানাতসহ হযরত আদম-হওয়া (আঃ)-এর বংশধরগণের শিরায় শিরায় বিচরণ করে তার অনুসারী বানানোর ক্ষমতাপ্রাপ্তির। মহান আল্লাহ্ তাঁর মাশুকের অনুসারীদের অতীব কষ্ট-যাতনা হবে জেনেও, আশেকের দাবী প্রত্যাক্ষাণ করলেন না। দাবী মঞ্জুর করলেন।

ইবলিশ তার ক্ষমতা খাটিয়ে আদম-হাওয়া (আঃ)-এর সঙ্গে নানারকম অভিনয় করে তাঁরদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ লংঘনকারী বানালো। তাঁরা বেহেশত থেকে পৃথিবীর দুই জায়গায় দুইজন নিক্ষিপ্ত হলেন। আল্লাহর আদেশ লংঘন করার অপরাধবোধ এবং একে অপরকে হারানোর বিরহে– 'রাব্বানা জালামনা আন্‌ফুসানা ওয়া ইল্লাম- তাগ্‌ফিরলানা, ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরীন।' (প্রভু গো, আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি-অপরাধ করেছি এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।_যদি ক্ষমা না কর; তবে আমরা মহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।) এভাবে তিন শত ষাট বছর অনেক কান্নাকাটির পর মহান দয়ালু আল্লহ্‌তায়া'লা দয়াবান হলেন, কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার জন্য আরশে আজিমের নামফলক দেখিয়ে– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) পড়তে বললেন।' অর্থাৎ, এত শত বছর শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' নাম জপে ক্ষমা চেয়েছেন, এবারে সেই সঙ্গে তাঁর প্রিয় হাবিবের উছিলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আদেশ দিলেন। হযরত আদম (আঃ) তা-ই করলেন মহান আল্লাহ খুশি হয়ে ক্ষমা মঞ্জুর করলেন এবং বাবা হযরত আদম ও মা হাওয়া (আঃ)-এর সঙ্গে দেখা মিললো।

এক শ্রেণীর মুসলমান শুধু– 'লা ই'লাহা ইল্লাল্লাহু' পর্যন্ত পড়েন, কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলতে বা পড়তে তাদের যেন ইজ্জতহানী হয়; তারা একবারও ভাবেন না যে, তারা বড়জোর গড়ে ষাট বছর বাঁচবেন এবং হযরত আদম ও বিবি হওয়া (আঃ)-এর মত, শত শত বছর জীবন ধারণ ও তাঁদের মত বিরহে ক্ষমা প্রার্থনা করার এত ধৈর্য্যশক্তি তাদের নেই। পাঠকবৃন্দ, ভাবুন দেখি, ইবলিশের অনুসারী বা দলভুক্ত হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় কি তাদের আছে?

আরেক শ্রেণির লোক অপপ্রচার করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাদের মতই মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, সংসার জীবন-যাপন করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব, তিনি তাদের মতই সাধারণ মানুষ। 'নাউজুবিল্লাহি মিন্ জালিক' আল্লাহ্ গো, ওই শ্রেণির মানুষরূপী জাহেলদের নিকট থেকে আমাদের ঈমানকে মজবুত করো- বাঁচিয়ে রাখো।

হাদিস শরীফে এসেছে, হযরত মা আমিনা (রা:) বর্ণনা করেন– রাসুল (সঃ) কে গর্ভে ধারণ করার সময় অন্য মায়েদের মত তাঁর শরীরিক কোনই পরিবর্তন ছিলনা। তবে তিনি তাঁর দেহে 'এক রহমত পিণ্ডের' অস্তিত্ব অনুভব করতেন। এ-সময় রাসুলুল্লাহর পিতা হযরত খাজা আব্দুল্লাহ (রা:) ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে দয়াল নবীজির দাদা, হযরত আবদুল মুত্তালেব, মা আমেনার দেখাশুনা করতেন। এক রাতে হযরত মা আমেনা (রা:) একটি স্বপ্ন দেখে ব্যস্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে হযরত আবদুল মুত্তালেব (রা:)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বপ্ন বর্ণনা করলেন– 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার নাকের ফুল, কানের দুল হারিয়ে গেছে এবং এ মুহূর্তে আমি আমার শরীরে রহমত পিণ্ডের উপস্থিতি অনুভব করছি না।'

স্বপ্নের বর্ণনা শুনে হযরত আবদুল মুত্তালেব প্রচণ্ড- মর্মাহত বিচলিত হয়ে উঠলেন; নিঃশব্দে ভাঙা হৃদয়ে মা আমেনাকে বললেন, 'মা গো, কী বর্ণনা তুমি শুনালে আমাকে! আমাদের মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার স্বপ্নের তাবির হচ্ছে, আমার জানের জান, কলিজার টুকরা, নয়নের মণি আর তোমার 'রহমত পিণ্ডের' পিতা, তোমার প্রাণ-প্রিয়তম স্বামী, আব্দুল্লাহ্ আর ইহধামে নেই; তোমার আমার কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছে। (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন।) আর তোমার দেহ থেকে 'রহমত পিণ্ড' ঐ সিরিয়াতে চলে গেছে। হে বিপদগামী, পথহারা, ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারী জ্ঞান-পাপী মানবসকল, দোজাহানের নবী, নূরের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহম্মদ মুজ্‌তবা (সঃ), কি আমাদের মতই সাধারণ মানুষ! আসুন, আমরা আল-কোরআন, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ সঠিকভাবে অধ্যয়ন করি, পূর্ণাঙ্গভাবে-পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি হরফের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি এবং সে অনুযায়ী আমল করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি থেকে সিনা-ব-সিনায় আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বংশ পরম্পরায় হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পেসানী হয়ে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর তর্জনী মোবারকের ফয়েজ আহলে বায়েত তথা বেলায়েতের অলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ মুত্তাক্বীনগণের ক্বলবে বহমান আছে এবং থাকবে। এটি 'জালিকাল কিতাবু লা-রাইবা ফিহি' এবং এটি 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন', মুত্তাক্বীনদের জন্য সঠিক পথ। 'মুত্তাক্বীন' হওয়া ছাড়া মুসলমানদের নাজাত পাওয়ার কোন উপায় আছে কি! এখানে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন 'হুদাল্লিল মুস্‌লিমীন' বা 'হুদাল্লিল ইনসান' বা 'হুদাল্লিন্নাস' বলেননি বরং বলেছেন– হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' ।' এখন প্রশ্ন হল, 'মুত্তাক্বীন' ' কে! যাঁরা 'আলিফ লাম মীম' কিতাবের উপর সন্দেহ পোষণ করেননি; অবজ্ঞা-অবহেলা করেননি বরং 'আল্লাজিনা ইউ'মিনুনা বিল গায়িব' বরং যারা গায়েব বা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে; আল-কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং হাদিস শরিফে বর্ণিত রাসুল (সঃ)-এর নীতি-আদর্শ ও জীবন ধারার মত, যারা জীবন-যাপন করেন তারাই মু'মিন 'মুত্তাক্বীন' ' বটে।

এই 'গায়েব' বলতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজে এবং নূরে মুহাম্মদী থেকে সিনা-ব-সিনায় হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বংশ পরম্পরায় দয়াল নবীর বন্ধু অলি-আউলিয়া- পীর-মাশায়েখগণের ক্বলব-ব-ক্বলব। আর লিখিতভাবে 'আলিফ-লাম-মীম'। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আল কুরআনে প্রকাশিত আদেশ নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে এবং এলমে তাসাউফ অর্জন করে বেলায়েতপ্রাপ্ত অলি-আউলিয়া, পীর-মুর্শিদ-মাশায়েখগণের ক্বলবের সঙ্গে মিশে একাত্ম হয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবিব রাসুলে (সঃ) কে পাওয়ার পথে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তারাই ফানা ফিল অযুদ, ফানা ফিশ্-শায়েখ, ফানা ফি-র-রাসুল, ফানা ফিল্লাহ-র সঠিক রাস্তায় চলমান আছেন।

সব অশান্তি দূর করতে পারে সুফিবাদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

কী হবে আমাদের? আমরা কি তোমার দেয়া শান্তির একটু পরশ পাবো না? এমন খেদোক্তি আমরা প্রায়ই করে থাকি, তা হোক সে একা একা, অথবা অন্য কারো সঙ্গে। চারিদিকে অশান্তির ঘেরাটোপ এ থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধু ইসলামের সহজ-সরল 'সুফিবাদ' এর পথ। যে পন্থা এসেছে মহান আল্লাহতায়া'লার পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী রাসুল (সঃ)-এর প্রবর্তিত ইসলামের সত্য তরিকা থেকে। আর এই তরিকতের মহা নেয়ামতই হলো সুফিবাদের আমল ও শিক্ষা। যে আমল ইলমে শরিয়ত ও মারেফতসম্মত। যে শিক্ষা হিংসা ও অহংকার থেকে মুক্ত করে মানুষকে মানবিকতায় উদার করে। আমরা সাধারণ মানুষ জানি না যে, পৃথিবীর কোথায় কী আছে? সাধারণের, তা জানার কথাও না। জানেন শুধু, যিনি আপন মহিমায় অপরূপ সুচারুশিল্পের বুননে সৃষ্টি করেছেন এই জগৎ সংসার। সেই চির অমর, অক্ষয় অবিনশ্বর পরম দয়ালু মহান আল্লাহতায়া'লা। আর মহান আল্লাহতায়া'লা যাঁকে জানাতে ইচ্ছা করেন, তিনিই জানতে পারেন সৃষ্টি ও স্রষ্টার নিগুঢ় রহস্য বা খবরাখবর। আর এই খবর যাঁদের কাছে অনবরত আসতে থাকে, তাঁরাই হলেন কামেল মোকাম্মেল পীর ও মুর্শিদ। আল্লাহ তাঁদের অসীম ক্ষমতা দান করে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। এখানে একটা উদাহরণ দিতে চাই, আমরা মানুষ, আমাদের কম বেশি প্রায় সব মানুষেরই ব্যক্তিগত গোপন কথা থাকে এবং থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সে সব এমন বিষয় যা অপরিচিত, কম পরিচিত, সুপরিচিত অথবা রক্ত সম্পর্কের কারো কাছেও কখনো কখনো প্রকাশ করা যায় না। একমাত্র বিশ্বস্ত কোন প্রিয়বন্ধু ছাড়া। কারণ, একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর কথায় ও কাজে আরেক বন্ধু তাঁর নিজের জীবনের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিবে। বন্ধুর কাছে গচ্ছিত আরেক বন্ধুর আমানত বা ওয়াদা রক্ষার প্রতি থাকবেন বিশ্বস্ত। তাই বন্ধুর কাছেই প্রকাশ করা যায় গোপন বা প্রকাশ্য এর সবকিছু। সেই প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন আপন পীর বা মুর্শিদ।

চারিদিকে অশান্তির ঘেরাটোপ এ থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধু ইসলামের সহজ-সরল 'সুফিবাদ' এর পথ। যে পন্থা এসেছে মহান আল্লাহতায়া'লার পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী রাসুল (সঃ)-এর প্রবর্তিত ইসলামের সত্য তরিকা থেকে। আর এই তরিকতের মহা নেয়ামতই হলো সুফিবাদের আমল ও শিক্ষা।

মহান আল্লাহতায়া'লার বিধানেও ওই একই নিয়ম। কারণ, আদম (আঃ) রহমত পেয়েছেন হযরত রাসুল (সঃ)-এর কাছ থেকে আর রাসুল (সঃ) রহমতপ্রাপ্ত হয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে। তবে এই নিয়মের ধারা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে। তিনি এই মহাবিশ্বের আসমান ও জমিন কুলকায়েনাত পরিচালনা করছেন নিশ্চয়ই গোপনভাবে ফেরেশতা এবং প্রকাশ্যে নবী-রাসুল তথা তাঁর বন্ধু-অলি-আউলিয়াদের মাধ্যমে। এঁরাই হলেন মহান আল্লাহর বন্ধু। আর যিনি আল্লাহতায়া'লার বন্ধু হিসেবে মনোনীত হন, তাঁর কাছেই থাকবে আল্লাহতায়া'লার নিগুঢ় রহস্যের ভেদ। তখন শুধু তিনিই হন এক আল্লাহর বাণীবাহক এবং পবিত্র সেই বাণীর প্রচারক। এ সত্য সবারই জানা। কিন্তু মেনে নিতে গেলেই যেন বাধার দেয়াল সামনে এসে দাঁড়ায়। এই বাধা অতিক্রম করে একবার মেনে নিতে পারলেই জীবন-মরণ নিয়ে আর ভয় থাকে না। তখন অশান্তি নামের বুনোহাতি তাড়া করতে পারে না। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক এই কুরিপুর শক্তি মরে যায়। ঘরে-বাহিরে কাজে-কর্মে তার আত্মিক অনুভূতিতে অন্যরকম শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে।

পরম করুণাময় আল্লাহতায়া'লা নবী-রাসুলদের নবুয়তির দুয়ার বন্ধ করেছেন সত্য কিন্তু বেলায়েতের দুয়ার খোলা রেখেছেন। সেই ঘোষণার বরাত দিয়েই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তাঁর প্রিয় বন্ধু আখেরী নবীর পর্দা গ্রহণের পর থেকে তাঁর অনুসারী বন্ধু আউলিয়াদের আল্লাহ প্রেরণ করে চলছেন। তাঁদের কাছেই রয়েছে, ইস্প্রিচুয়াল পাওয়ার বা আধ্যাত্মিক শক্তি। যে মহাশক্তির কল্যাণে সাধারণ মানুষের দুর্গন্ধময় আত্মা থেকে অশান্তির ময়লাকালি দূর করতে পারেন। তখন জাগতিক শত অভাব-অনটন, চাওয়া-পাওয়ার খাতায় হিসেব কিছুটা কমতি হলেও, পরম দয়ালু আল্লাহতায়া'লা তাঁর দয়াল নামের গুণে তওবাকারী আর বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমার দুয়ার খোলা রেখেছেন। কিন্তু এই তওবা করা আর আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন একা একা কখনোই পরিপূর্ণ হয় না। কারণ, আমি কাকে বিশ্বাস করছি বা কী বিশ্বাস করছি? আর কার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বা তওবা করছি? তাই এখানেই চলে আসে মাধ্যম অথবা উছিলা অবলম্বনের বিষয়। কারণ, আল্লাহকে সরাসরি কেউ কোনোদিন পায়নি আর পাবেও না। মানুষের কাছে এই বিষয়ে পরিস্কার হওয়ার জন্যই নবীদের পর থেকে শতবর্ষ পর পর পৃথিবীতে একজন মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক আল্লাহর আপন মহিমায় আর্বিভূত হন। তাঁরাই তখন মানুষের আত্মায় চির শান্তিময় আলোর আবাস গড়ে দিতে পারেন। কোরআন-হাদিসের অঙ্গিকার অনুযায়ি অলি-আউলিয়াগণই বহন করেন আল্লাহ-রাসুলের পবিত্র কোরআন তথা ইসলামের সত্য-শক্ত ভিত ইলমে মারেফত, আল্লাহর গোপন ভেদ-রহস্যের মহাসমুদ্র। সেই জ্ঞান-সমুদ্রের পূর্ণ অধিকারী হচ্ছেন কামেল পীর-মুর্শিদ। তাঁরা সমাজের আবর্জনা-কুসংস্কার ও অজানা-অচেনার অন্ধকারে মানুষের মনের কুমতি দূর করে সুমতির পথে চলতে শেখান। এই চলতে শেখার প্রধান একটি পথ বা পদ্ধতির নাম সুফিবাদ। আর এই সুফিবাদের আলো মানুষের ক্বলব থেকে ক্বলবে জ্বালিয়ে চিরতরে অন্ধকার দূর করে দেয়ার জন্য, আমার ইহকাল-পরকালের বন্ধু-সখা প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী ক্বেবলাজান হুজুর বিরামহীন তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন। তাঁর কাছে রয়েছে মহান আল্লাহতায়া'লার রহমতের দান, সেই আলোকবর্তিকা, যার আলোয় তিনি আলোকিত করে চলছেন মানুষের অন্তর-আত্মা, সমাজ ও রাষ্ট্র।

পৃথিবীতে যত প্রাণি আছে, তার মধ্যে মানুষই 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ট জীব। মানুষকে কেন আল্লাহ সৃষ্টির সেরা জীব করেছেন? মানুষকে কেন এত সম্মান দেয়া হলো? যিনি মহান স্রষ্টা তিনিই তো সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু। মানুষকে এত সম্মানিত করার কারণ, তিনি শুধু মানুষকেই দিয়েছেন অমূল্য এক বস্তু, যার নাম বিবেক। যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। বিনিময়ে মানুষের উচিত সব চেয়ে ভালো এবং সেরা কাজের সঙ্গে থেকে মহা স্রষ্টার দেয়া আদেশ-নিষেধ পালন করে অনন্ত গন্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু পথ না চিনে যাত্রা করলে পথে বিপদ-আপদের আর শেষ থাকবে না। এ কথা ঠিক যে, সেখানে সাহায্যের জন্য কাউকেই পাওয়া যাবে না, সাহায্য শুধু সে ব্যক্তি পাবেন, যিনি কামেল মুর্শিদের হাতে হাত রেখে তওবা করে বাইয়াতের তবারক নিয়ে যাত্রা করেছেন। মুর্শিদের দেয়া এই তবারকই হলো সেই অন্ধকার বিপদসংকুল পথের চালিকাশক্তি।

সুফিবাদ পবিত্র ইসলাম ধর্মের একটি পরিপূর্ণ শুদ্ধ দর্শন, যা প্রতিটি মানুষের জীবনাচারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। সে দর্শনে নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মনিয়োগ করলেই নিজেকে জানা যায়, চেনা যায়। এই চেনা-জানার পথ তৈরি হয় নিরলস চর্চার ভেতর দিয়ে। এর জন্য প্রয়োজন একজন কামেল মুর্শিদের সান্নিধ্যে থেকে কঠোর সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা। সুফিবাদের মৌলিক আদর্শ কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতিকে দূরে ফেলে, সামাজিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজকে একীভূত করে, এ জীবনের শান্তিময় ভিত ও পরজীবনে দুর্গম পথের আলো রচনা করা। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকেই সুফিবাদের গুরুত্ব এবং দুনিয়ার জীবন শেষেও সুফিবাদের আলোয় আলোকিত হবে মানুষ। পৃথিবীর নানান দেশে সুফিবাদের চর্চা এবং এর বিকাশ কামেল পীর বা মুর্শিদের মাধ্যমেই হয়ে আসছে। যিনি পীরেকামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল, তিনি তাঁর ভক্ত-অনুসারিদের আধ্যাত্মবাদের চেতনায় উজ্জীবিত করে, তাদের অন্তরাত্মায় সুফিবাদের আলো জ্বেলে দেন। যে কারণে তারা ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন অতি কোমল আর নমনীয়। তাদের মনে আল্লাহপ্রেমের মায়ার সঞ্চার হয়। তখন অন্যকে আঘাত করার আগে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখেন যন্ত্রণার পরিমাণ।

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

মুর্শিদের দরবার প্রেমের এক মহাসমুদ্র

নাসির আহমেদ

প্রেমের পবিত্র শিখা চিরদিন জ্বলে/ স্বর্গ হতে আসে প্রেম স্বর্গে যায় চলে। সেই কবে ছোটবেলায় পড়েছি এই কবিতা, কিন্তু তার রেশ আজো মন থেকে মুছে যায়নি। তখন প্রেমের মর্ম বোঝার মত বয়স ছিল না। বড় হয়েও যে এর গভীর তাৎপর্য খুব উপলব্ধি করতে পেরেছি, তা-ও আজ আর মনে নেই। কারণ, সাধারণ মানুষ প্রেম বলতে নর-নারীর প্রেমকেই বুঝে থাকেন। স্নেহ-মায়া-মমতার সঙ্গেও যে প্রেমের তুলনা হয় না, তা-ও আমরা কজন বুঝি! আসলে প্রেম তো আল্লাহতায়া'লা প্রদত্ত এমন এক অনুভূতি, যা সত্যিকার অর্থেই স্বর্গীয়। এ এমনই এক তীব্র আবেগের নাম যার সবটুকু ভাষায় প্রকাশ করাও অসম্ভব। প্রেম কেবল অনুভবের জিনিস, এ সত্য যর্থাথভাবে উপলব্ধি করা যায়, কারো মনে যখন স্রষ্টার জন্য প্রেম সৃষ্টি হয়, পরম করুণাময় আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আহাম্মদ মুজ্তবা (সঃ)-এর জন্য যার অন্তরে প্রেম, মহব্বত বা ইশ্ক সৃষ্টি হয়, তিনিই বুঝতে পারবেন প্রেমের প্রকৃত মহিমা আর এর উত্তাপ। আখেরী নবীর আহলে বাইয়াত কামেল পীর-মুর্শিদ ফকিরগণের দিলের সঙ্গে যদি কেউ নিমগ্ন হয়ে বসে নিজের দিল মিশাতে সক্ষম হন, আল্লাহ যদি দয়া করে অন্তরের সেই বিনা তারের সংযোগ তৈরি করে দেন, তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব প্রকৃত প্রেম কাকে বলে! জাগতিক প্রেমে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার জন্য ব্যাকুল হন, প্রেমিকাও প্রেমিকের প্রতি আসক্ত হন। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও গভীর প্রেমময় সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু জাগতিক এসব প্রেম অমরতা পায় না। অনেক সময় প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে নানা কারণে, স্বার্থের দ্বন্দে বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে। পরম প্রিয়তম স্বামী-স্ত্রীর সংসারও ভেঙে যেতে পারে। আর যদি ইহজাগতিক প্রেম আজীবন টিকেও থাকে, তারপরও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনে সঙ্গে এরও পরিসমাপ্তি ঘটে। কামেল মুর্শিদের কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা না পেলে এই চিরন্তন সত্যও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

মুর্শিদ প্রেমেই জানা যায় এই জাগতিক বা জৈবিক সম্পর্কযুক্ত প্রেমের বাইরে এমন এক প্রেম আছে, যার শুরু আছে শেষ নেই। সেই প্রেম জাগতিক অথবা জৈবিক স্বার্থযুক্ত নয়। সেই প্রেম স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির, আশেকের সঙ্গে মাশুকের। অনন্তকাল সেই প্রেমের শিখা অনির্বাণ; জ্বলতেই থাকে নূরের তাজ্বাল্লি হয়ে। সম্ভবত সে কারণেই কবি লিখেছেন, 'প্রেমের পবিত্র শিখা চিরদিন জ্বলে/ স্বর্গ হতে আসে প্রেম স্বর্গে যায় চলে।' স্বর্গ থেকেই প্রেম এসেছে আল্লাহর সিফাত থেকে। মৃত্যুর পরও সেই অনন্ত প্রেম মমিনের হৃদয় বেহেশত জগতে জাগরুক থাকবে। তার মাশুকের সঙ্গেই কাটবে তার পরকাল।

পরম প্রেমময় বিশ্ব পালনকর্তা তাঁর সৃষ্টি জগৎ তথা আঠারো হাজার মাখলুকাতের মধ্যে সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। কেননা তিনি যত প্রাণি সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে মানুষকেই সব দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন। জ্ঞানে-বুদ্ধিতে দয়া মায়া প্রেমে, এক কথায় সব অর্থেই মানুষ শ্রেষ্ঠ। পরম করুণাময় আল্লাহ তার সমস্ত গুণাবলিই মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। তা আছে সুপ্ত অবস্থায়। সেই সুপ্ত শক্তি আর গুণাবলি যারা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তারাই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আহলে বাইয়াত হয়ে সেই শ্রেষ্ঠত্ব আজো রাসুলপ্রেমিক অলি-আল্লাহ তথা আউলিয়া কেরামগণ বহন করে চলেছেন। পরশ পাথরের মতো তাঁদের পবিত্র আত্মা। সেই আত্মা বা কুলবের সঙ্গে যারই আত্মার সংযোগ ঘচবেম তারই কুলবে নেমে আসবে চিরন্তন প্রেমের সেই অনন্ত ফল্গুধ-ারা। তার প্রেমময় হৃদয় তখন মানবপ্রেমেও বিভোর হবে। গরিব-দু:খি সাধারণ মানুষকে এই সুফি-সাধকরাই ভালোবাসতে শেখান। নিজেকে তুচ্ছ জানা, অন্যের দোষ তালাশ না করে নিজের দোষ তালাশ করা, প্রতিটি প্রাণির প্রতি দয়া করা, ক্ষুধার্ত মানুষকে আহার দেয়া, দরিদ্র বস্ত্রহীনকে

৩-এর পাতায় দেখুন

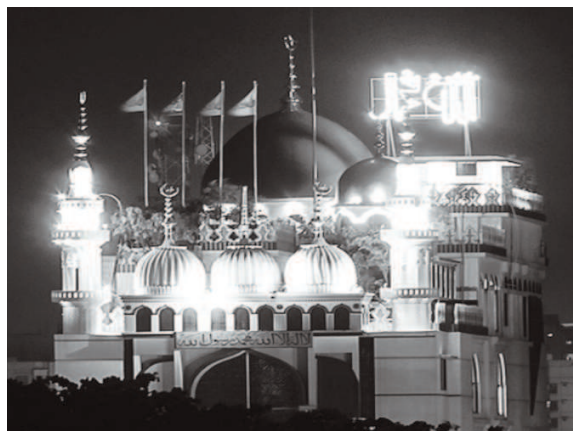

সব অশান্তি দূর করতে পারে সুফিবাদ

সেহাঙ্গল বিপ্লব

মানুষের ভেতরে আর বাহিরে সবখানেই শুধু অশান্তি আর অভাব। সারাক্ষণ জীবন আর সংসারের ঘানি টেনে ক্লান্ত হয়ে ফিরছে ঘরে। তবু সুখ নেই। কোথাও সুখ নেই। যে যার মত করে চলছি, যেন কেউ কারো কাছে দায়বদ্ধ নই। তবুও নিত্য প্রয়োজনের ফিরিস্তি হাজির হয় সামনে। যার যত প্রয়োজন তাকে ততো বড় চিন্তার অক্টোপাস গ্রাস করে নিচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে মহামূল্যবান সময়ের অমূল্য একেকটি মুহূর্ত। এলোমেলো করে দেয় একান্ত নিজের জন্য একটু সময়। যে সময়টুকু হবে একান্ত আমার, যেখানে জৈবিকতার কোন স্থান নেই। কিন্তু শত দেয়ার পরও কারো প্রয়োজন মিটছে না। দিনদিন কপালের ভাঁজে চিন্তারেখা প্রবল হয়ে উঠছে। দুঃশ্চিন্তার মত এমন চিতা, তার আগুন কমছেই না, বেড়েই চলছে বিরামহীন। সঙ্গে আরো যেন বুকভরা চাপা দীর্ঘশ্বাসের বাতাস পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলছে! চারিদিকে শুধু হা-হুঁতাশ!

কোথায় গেলে মিলবে শিশিরভেজা স্নিগ্ধ ভোরের মত শান্তিময় একটু সোনালী রোদের দেখা? যেখানে তাড়া করে ধরতে পারবে না দুঃশ্চিন্তা নামের অকাল ব্যাধি। এই ব্যাধির খপ্পরে জীবন যাই যাই করে বেঁচে আছি। তবু কি সুখে থাকা যায়? তাহলে? হায় আল্লাহ!

৩-এর পাতায় দেখুন

দরবার শরীফের মাধুর্য

খালেদ ফারুকী

কুতুববাগ দরবার শরীফের বৈশিষ্ট স্পষ্টতই অন্য যে কোনো দরবার থেকে আলাদা। এই দরবার শরীফের প্রধান বৈশিষ্ট হলো শরীয়তের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য, যা মানব জীবন গঠনে অনন্য নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কুতুববাগ দরবার শরীফের প্রধান আকর্ষণ খাজাবাবা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্। তাঁর সান্নিধ্যে একবার এলে তাঁর গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না কেউই। এই দরবারের প্রধান বৈশিষ্ট মূলত অনুসৃত হয়েছে খাজাবাবা কুতুববাগীর নির্দেশিত পন্থায়। তিনি যেভাবে এই নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই নির্দেশনায় প্রস্ফূটিত হয়েছে এই দরবার শরীফের মাধুর্য।

শরিয়ত অনুসরণের পাশাপাশি তরিকত, হাকিকত এবং মারেফাতের শিক্ষাই যে পরিপূর্ণ ইসলাম, এই সত্যের শিক্ষাই এ দরবার থেকে খাজাবাবা কুতুববাগী দিয়ে থাকেন। জীবন-যৌবন, আধ্যাত্মিক শান্তি এবং ইহকাল-পরকালের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর শিক্ষা পাওয়া যায় কুতুববাগ দরবার শরীফে।

'সুফিবাদই শান্তির পথ', এই মানবতাবাদী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের প্রশান্তি প্রাপ্তির মাহেন্দ্রক্ষণে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়ে থাকেন খাজাবাবা কুতুববাগী। কীভাবে ধীরে ধীরে নানা পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ইহকাল পরকালের পূর্ণতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যাওয়া যায় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন বাবাজান। প্রশান্তির ইন্দ্রজালে আবদ্ধ হওয়া যে কারো কাছে প্রাথমিকভাবে কঠিন মনে হলেও, খাজাবাবার সান্নিধ্যে এলে তাঁকে অত্যন্ত সহজতর মনে হবে। জীবনের যে কোনো স্তরে সাফল্য অর্জনের জন্য এই শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। এই শিক্ষাপ্রাপ্তি এক সময় মানুষকে প্রশান্তির অনন্য ধারায় সিক্ত করে, ঘৃণা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা ও আত্ম-অহমিকার মতো নিন্দনীয় বৈশিষ্টগুলো জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে শুদ্ধ, বিনয়ী ও মানবপ্রেমী শিক্ষাই দেয় সুফিবাদ তথা এই দরবার শরীফ।

ফার্মগেটে কুতুববাগ দরবার শরীফে ঢুকলেই যে কারো মনের সংশয় দূর হবে যে, এটি আর দশটি দরবার শরীফ থেকে ভিন্নতর। এখানে সর্বত্রই নজরে পড়বে শরিয়ত অনুসরণ সম্পর্কে অবশ্য করণীয় বাণীগুলো। খাজাবাবা কুতুববাগীর নির্দেশনা সর্বত্র এই যে, শরিয়ত অনুসরণ অবশ্য কর্তব্য। শরিয়তের ছোটখাটো সব নিয়ম অনুসরণের মধ্য দিয়েই মারেফতের গভীর তত্ত্ব হাসিলের পথ সহজ হয়ে যায়। ব্যাপারটা এই রকম যে, আগে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমরা যারা সাফল্যের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি, পরবর্তী সময়ে তারা এগিয়ে গেছেন উচ্চ শিক্ষার পথে। আর যাদের প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি, হয় তারা ঝরে পড়েছেন, অথবা নানা সমস্যা নিয়ে মাধ্যমিক পথ পাড়ি দিয়েছেন নানান সঙ্কটের মধ্য দিয়ে। তার পরের স্তর উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পর্যায়ে তাদের যে কী অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়, বা আদৌ উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, তা পাঠকমাত্র অনুধাবন করতে পারবেন।

ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গলপ্রাপ্তি আদৌ বিনা মাসুলে, তথা কর্ম-সাধন না করে অর্জন যে সম্ভব নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এই অর্জনের জন্য রয়েছে নানা বাঁক, নানা পথ। সেই সঠিক পথটির সন্ধানই দিয়ে থাকেন খাজাবাবা কুতুববাগী, সরাসরি শরিয়ত অনুসরণের মাধ্যমে। প্রশান্তিময় সেই শান্তির জগত সকলেরই কাম্য। সেই কাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান জানতে আসুন কুতুববাগ দরবার শরীফে, আহরণ করুন সেই শক্তি ও সাহস, যা দিয়ে হবে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গল।

লেখক : সাংবাদিক

মুর্শিদের দান মুরিদের মনের ঘরে চাঁদের আলো

রেবেকা সুলতানা রোজী

পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে আজ আমার কুঁড়েঘরে চাঁদের আলো। পথহারা মানুষ আমি পেয়েছি পথের সন্ধান। অন্ধ চোখে ফিরে পেয়েছি দৃষ্টি। কুঁড়েঘর হচ্ছে আমার অন্তর। চাঁদ আমার দয়াল মুর্শিদ এবং চাঁদের আলো আমার দয়াল মুর্শিদের ফয়েজ।

আমার দরদি পীর দস্তগীর আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান শাহসুফি আলহাজ্ব মাওলানা খাজাবাবা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশ্বন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী (মা: জি: আ:) ক্বেবলাজানে কাছে বাইয়াত গ্রহণ করার পর, আমার জীবনের অসীম পরিবর্তন হয়েছে। ভয়াবহ সিডর এর মত ঝড় মানুষের জীবনেও এসে জীবনকে তছনছ করে দিয়ে যায়। তেমনি আমার জীবনটা তছনছ হয়ে গিয়েছিল। আজ আল্লাহর অশেষ দয়া ও রহমতের বরকতে আমি বাবাজানকে পেয়ে আমার অন্ধকার জীবন বাবাজানের নূরের আলোয় আলোকিত। বাবাজানের তরফ থেকে যে বরকত ও ফয়েজ আমার অন্তর হাসিল হয়েছে, আজ আমি তার কিছু প্রকাশ না করে পারছি না। বাবাজানের কথা বলতে গেলেই অঝোরে দুই চোখে বৃষ্টি ঝরে। ছোট শিশুর মত কান্নায় বুক ভেসে যায়। মাঝে মাঝে কান্না করতে করতে অস্থির হয়ে যাই। তখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পরি এবং দেখি বাবাজান এসে আমাকে ডেকে বলেন– মা, আমি আপনার জন্য সব সময় দোয়া করি এবার শান্ত হোন মা।' সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গার পর এমন এক আর্শ্চায্য অনুভূতিতে ভরে ওঠে মন, বলে বা লিখে বোঝাতে পারব না। এক কথায় সে যেন এক ঐশ্বরীক অনুভূতি। আর তাকিয়ে দেখলাম, যে স্থানে বাবাজান ক্বেবলা দাঁড়িয়ে আমাকে মা বলে ডাকলেন সেই স্থান থেকে এমন সুন্দর একটা আতরের সুগন্ধ বিরাজ করে আমার ঘরময় তথা অন্তর সেই বেহেশতি সুগন্ধে বিমোহিত হয়ে আছে। তখন আমি, আমার স্বামীকে বলি দেখ, কী সুন্দর আতরের সুগন্ধ! আমার স্বামীও সেই বেহেশতি আতরের সুঘ্রাণ পেয়ে বললেন– সত্যি তো!

মুর্শিদের সঙ্গে মুরিদের এ সর্ম্পক দুনিয়াবী কোন সর্ম্পক নয়। এযে কী মায়া! কী প্রেম ভালোবাসা! যে এই প্রেম সুধা পান করেছে, শুধু সে-ই পেয়েছে এর স্বাদ। যে দিন থেকে বাবাজানকে পেয়েছি, সেই দিন থেকে পেয়েছি জীবনের পূর্ণতা। আগে হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করতে পারতাম না। দুনিয়াবি বিভিন্ন চিন্তা এসে জড়ো হতো। তখন নামাজে আর একাগ্রতা ধরে রাখতে পারতাম না। আর এখন বাবাজানের দোয়ার বরকতে হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করার তাওফিক মহান আল্লাহতায়া'লা দান করেছেন। এখন ইবাদতের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারছি। বাবাজানের উছিলায় আমি, আমার অন্ধ চোখে (অন্তরের চোখে) দৃষ্টি পেয়েছি। অন্তরে পেয়েছি পরম শান্তির ছোঁয়া। এই দুনিয়ার মায়াজালে পড়ে যে দু:খ-কষ্ট পেয়েছি, আজ সবকিছু ভুলে এক আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরে মনপ্রাণ হয়েছে উত্তাল সাগর। বাবাজানের কাছে বাইয়াত নিয়ে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করার পর থেকে নামাজে, মোরাকাবায় অনেক পরিবর্তন অনুভব করতে পারছি। আমি যখন নামাজ পড়ি, তখন আমার ধ্যান এক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর দিকে এমনভাবে অগ্রসর হয়, যেন আল্লাহ আমার সামনে এবং এতো কাছে মনে হয় যেন আমি আল্লাহর আরশে রূহানি কদমে সিজদা করছি। আর যখন দরূদ শরীফ পাঠ করি, তখন চোখ বন্ধ করলেই আমার পিয়ারা নবীর পবিত্র রওজার কাছে চলে যাই। মনে হয়, আমি

২-এর পাতায় দেখুন

এমন সুন্দর একটা আতরের সুগন্ধ বিরাজ করে আমার ঘরময় তথা অন্তর সেই বেহেশতি সুগন্ধে বিমোহিত হয়ে আছে। তখন আমি, আমার স্বামীকে বলি দেখ, কী সুন্দর আতরের সুগন্ধ! আমার স্বামীও সেই বেহেশতি আতরের সুঘ্রাণ পেয়ে বললেন– সত্যি তো!

সম্পাদক : হাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.